



রাশিয়ার ন্যাটো বা ইইউ আক্রমণের পরিকল্পনা নেই: ল্যাভরভ



সংগৃহীত ছবি

জাতিসংঘে বক্তব্যে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ স্পষ্ট করেছেন, মস্কোর কোনো ন্যাটো বা ইইউ রাষ্ট্রে আক্রমণের পরিকল্পনা নেই। তবে রাশিয়ার ওপর হামলা হলে ‘চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া’ দেয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। একইসঙ্গে ইসরায়েলের কার্যক্রম, পশ্চিমা নীতি ও ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন।

জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) এক দীর্ঘ বক্তব্যে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো ক্রমাগত রাশিয়াকে হুমকি দিচ্ছে এবং ন্যাটো-ইইউ আক্রমণের অভিযোগ তুলছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার ভাষায়— “রাশিয়ার অতীতে কখনও এমন পরিকল্পনা ছিল না, এখনো নেই। তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ হলে তা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।”

ইসরায়েল প্রসঙ্গে ল্যাভরভ অভিযোগ করেন, ৭ অক্টোবরের হামলার নিন্দা করলেও রাশিয়া গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের বৈধতা স্বীকার করে না। গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় ৬৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ল্যাভরভ দাবি করেন, ইসরায়েল হামাসবিরোধী অভিযানের আড়ালে কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থানে হামলা চালিয়ে পুরো অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করছে।

ইরান ইস্যুতে তিনি পশ্চিমা শক্তিগুলোর সমালোচনা করে বলেন, রাশিয়া-চীনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, যা মস্কোর মতে অবৈধ। ইউরোপীয় উদ্বেজনার প্রেক্ষাপটে এস্তোনিয়া রুশ যুদ্ধবিমানের আকাশসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে। পোল্যান্ডেও রুশ ড্রোন প্রবেশের পর ন্যাটো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ন্যাটো সদস্যদের রুশ বিমান ভূপাতিত করা উচিত। ন্যাটোও নিজেদের প্রতিরক্ষায় যেকোনো ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে ল্যাভরভ উল্লেখ করেন, বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে বাস্তবসম্মত সমাধানের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং যৌক্তিক সহযোগিতার সম্ভাবনাও বাড়ছে।

সূত্র: আল জাজিরা